কর্ণফুলী পরিবারের প্রতি ক্ষমাপ্রার্থনা

হিফজুর রহমান

রোগের নামটি গুলেন বারি সিনড্রোম। লক্ষনঃ প্রথমে জ্বর হয়ে পা দুটো অবশ হয়ে যাবে। তারপর শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং সবশেষে মস্তিষ্ক। তারপরও বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একটু হলেও থাকে, যেমন বেঁচে উঠেছিলেন নাট্যশিল্পী মুজিবর রহমান দিলু। তবে আস্তো রোগটির চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ।

আপনাদের এই লেখকও দুর্ভাগ্যক্রমে একই রোগেই আক্রান্ত হয়ে শয্যাগত ছিলেন প্রায় চার সপ্তাহ। চার সপ্তাহ বিছানায় পড়ে থাকার পর আমি গত দুই সপ্তাহ ধরে একটু একটু করে চলতে শুরু করি লাঠির ওপর ভর দিয়ে। এখনও লাঠিই আমার চলার সঙ্গী। খুব প্রয়োজন না হলে ঘর থেকে বের হই না। হাতের অবশভাব কাটার পর আবার একটু একটু করে লিখতেও শুরু করেছি। কিন্তু, মস্তিষ্ক এখনো পুরোদস্তুর সাড়া দিচ্ছেনা। এই নিয়েই চলছি, জীবন থেমে থাকেনা। তাই আমিও থেমে থাকতে চাইনা।

এই অসুস্থতার কারণেই আপনাদের সাথে আমার দীর্ঘ বিচ্ছেদ। জানাবো যে সেই উপায়ও ছিলনা। প্রিয়বর বনি আমিন হয় ক্ষোভে-দুঃখে অথবা অভিমানে যোগাযোগও করেনি অ্যাতোদিন। যাই হোক আবার আপনাদের মাঝে ফিরতে চাই আগামী সপ্তাহ থেকে। আশা করি একটুখানি স্থান সবাইই দেবেন আমাকে, কারো মনে, কারো পত্রিকার পাতায়। এইটুকুই কামনা। সেই সাথে সবারই দোয়াপ্রার্থী, যাতে দ্রুত সেরে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারি।

অলমতি

হিফজুর রহমান
১৭.০৩.০৭